হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে

মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর **প্রফেসর ড. মো. এনামউল্যা** প্রদত্ত

বাণী

আজ ঐতিহাসিক ২৬ মার্চ। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত দিন। আজকের এ মহান দিবসে আমি সবাইকে জানাই রক্তিম শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ।

মহান স্বাধীনতার ৫৪তম বার্ষিকীতে আমি ৭১'র মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি। আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষক, সেক্টর কমান্ডার, খেতাবপ্রাপ্ত বীরশ্রেষ্ঠ, বীরউত্তম, বীরবিক্রম ও বীরপ্রতিকবৃন্দকে যাঁদের সাহসিকতা, বিচক্ষণতা ও সময়োপযোগী বীরচিত রণকৌশলের মাধ্যমে জাতি হানাদারদের বিরুদ্ধে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাকে যাঁরা দেশ মাতৃকার স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং যাঁরা আহত ও পঙ্গু হয়েছেন এবং প্রিয় স্বজনদের হারিয়েছেন। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সেসব মা-বোনকে যাঁরা সম্ভ্রম হারিয়েছেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করেছেন **মহান মুক্তিযুদ্ধে**।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আত্মত্যাগ ও গৌরবের মহিমায় সমৃদ্ধ। মহান মুক্তিযুদ্ধ কেবল নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধ নয়, বাস্তবিক পক্ষে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ এর মার্চ অবধি নানাভাবে যুদ্ধ করতে হয়েছে আমাদেরকে ঔপনিবেশিক ও পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের শাসন-শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে। যার চূড়ান্ত বিস্ফরণ ঘটে ১৯৭১ সালে ২৬-এ মার্চে কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষনার মাধ্যমে। অবশেষে সশস্ত্র মুক্তি যুদ্ধের মাধ্যমে লাখো শহিদের রক্তস্রোত ও মায়ের অশ্রু একাকার হয়ে নয় মাসে প্রতিষ্ঠা লাভ করে আমাদের প্রিয় **মাতৃভূমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ**।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, মহান স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও আমরা দেখলাম দেশ ও জাতির শত্রুরা আবারও স্বাধীনতার মূল অর্জনকে বাঁধাগ্রস্থ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার এক যুগেরও বেশী সময় ধরে একই কায়দায় দেশের জনগণের উপর জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন ও শোষণ শুরু করে ফলশ্রুতিতে, এদেশের আপামর জনতা একাত্তরে যেভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সশস্ত্র পাক্ হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের পরাজিত করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিল ঠিক একই চেতনা ধারণ করে **বৈষম্যহীন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে** '২৪ এর জুলাই-আগষ্ট -এ নিরস্ত্র শান্তিকামী ছাত্র-জনতা গড়ে তোলেন গণআন্দোলন ও গণবিপ্লব। এ আন্দোলনকে কঠোরভাবে দমন করার জন্য সরকার ও পেটুয়া বাহিনী নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার উপর সশস্ত্র হামলা চালায়- যা পরবর্তীতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রুপ নেয়।

শহিদ হন আবু সাঈদ-মুগ্ধ-রাহুলসহ শত শত তরতাজা শিশু-কিশোর, ছাত্র-যুবক-শ্রমিক। হাজার হাজার ছাত্র-জনতা চিরতরে অন্ধত্ব ও পঙ্গুত্ববরণ করেন এবং স্বৈরাচারী-ফ্যাসিষ্ট সরকারকে হটিয়ে ছিনিয়ে আনে আমাদের **দ্বিতীয় স্বাধীনতা**। গঠিত হয় অন্তর্বর্তিকালীন সরকার। বিপ্লবী ছাত্র-জনতার অনুরোধে নোবেল জয়ী প্রফেসর ড. মো. ইউনুস এর নেতৃত্বে বর্তমান সরকার যখন সন্ত্রাস ও দুর্নীতি নির্মুল করে দেশের আপামর জনসাধারণের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের আপ্রাণ চেষ্টা করছেন- সেই অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন অপশক্তি তৎপর। তাই, আজকের এ মহান দিবসে আমি আহ্বান জানাই আসুন, এই অপশক্তির অপতৎপরতা ছিন্ন করে সরকারের গঠনমূলক প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বিচারিকসহ সকল সংস্কার কর্মসূচীকে সহযোগিতা প্রদান করি।

পরিশেষে, শহিদদের আদর্শে উজ্জিবিত হয়ে আভ্যন্তরিণ ও বৈশ্বিক নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ন্যায্যতার ভিত্তিতে বৈষম্যহীন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক, কল্যাণকর, আত্মমর্যাদাশীল, সুখী-সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় শপথ গ্রহন করি এবং নিজ নিজ অবস্থানে থেকে আমাদের প্রিয় **হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়** এর উন্নয়নে নিঃস্বার্থ এবং আন্তরিকভাবে কাজ করি।

মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

(প্রফেসর ড. মো. এনামউল্যা)
ভাইস-চ্যান্সেলর

তারিখ: ১২ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২৬ মার্চ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ